৩০ হাজার দক্ষ জনবল তৈরির প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হোক

নব্বই দশকে অনেকেই বিশ্বাস করতেন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার ঘটলে দেশে বেকারত্বের হার অনেক বেড়ে যাবে। এর ফলে দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হতাশা দিন দিন বাড়তে থাকবে এবং দেশের মধ্যে সৃষ্টি হবে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয়নি। এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল তা ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে সবার কাছে।

বিশ্বের অনেক দেশ তথ্যপ্রযুক্তির সুফল যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে অনেক দেশই নিজের অর্থনীতির চাকাকে আরো গতিশীল করে অনুন্নত বিশ্বের দেশের কাতার থেকে নিজেদের সরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যার দৃষ্টান্তও কম নেই আমাদের সামনে।

সুখের বিষয়, যথেষ্ট দেরিতে হলেও আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকদের বোধোদয় হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে। তাই দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সম্পৃক্ত করতে সম্প্রতি উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে এদেশের নীতিনির্ধারণী মহলকে। বর্তমান সরকার তার আগের শাসনামলেই তথ্যপ্রযুক্তির সুফল যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই প্রতিবছর ১০ হাজার আইটি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরপরই সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিল তো হয়নি বরং সে কর্মসূচিও মুখ থুবড়ে পড়ে। সে সময় গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে যদি আমরা সচেষ্ট থাকতাম তাহলে এতদিনে হয়তো আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পাওয়া শুরু করতাম।

বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে অনেকগুলো অনুষঙ্গের মধ্যে একটি হলো–দেশের তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সম্পৃক্ত করা ও তাদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ লক্ষ্য পূরণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে ৩০ হাজার দক্ষ জনবল তৈরির প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করবে বিসিসি এবং অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক। আইসিটিতে পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে এ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিকাশের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি ও রফতানি আয়ের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা হবে। এ প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি ৭২ লাখ টাকার প্রস্তাবিত অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক। লক্ষণীয়, বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন দফতরে ১৫ হাজার আইসিটি পেশাজীবী কাজ করছেন। ২০১৭ সালে এ সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্টজনেরা।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের জন্য ৩০ হাজার দক্ষ জনবল তৈরির এ প্রকল্প যেনো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তা আমাদের সবার কাম্য। এক্ষেত্রে যেনো কোনো ধরনের গাফিলতি না হয়, সে ব্যাপারে এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। কোনো ধরনের উদাসীনতা-দুর্নীতি যেনো না হয় তা আমাদের সবার প্রত্যাশা। কেননা, ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তাই এ প্রকল্পে সে ধরনের কোনো অভিযোগ উঠুক তা আমাদের কাম্য নয়। এ প্রকল্পটি যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১-এর লক্ষ্য হাসিল করা কিছুটা হলেও সম্ভব হবে।

শান্তা ইসলাম
পাঠানটুলী, নারায়ণগঞ্জ।

আইসিটি ক্যাডার সার্ভিস চালু করা হোক

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করার মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এক নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে ভিশন ২০২১ ঘোষণা করে। ভিশন ২০২১-এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। সে লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু কাজ সরকার করে যাচ্ছে। যদিও কোনো কাজই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যে গতিতে হওয়া উচিত সেই গতিতে হচ্ছে না।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম এক অনুষঙ্গ হলো সরকারের বিভিন্ন ম্যাকানিজমকে ডিজিটাইজ করা। কিন্তু সরকারের ম্যাকানিজমের বিভিন্ন দফতর এখনও ডিজিটাইজ হয়নি। যা কিছু হয়েছে তা অফিসের বিভিন্ন রুমে শোভাবর্ধক হিসেবে কিছু কমপিউটার সেটআপ। এগুলোর বেশিরভাগ কর্মকর্তাদের চিঠিপত্র লেখালেখিসহ খুব সাধারণ ধরনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে, হাই লেভেলের কোনো কাজ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না।

সত্যিকার অর্থে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাইলে নবগঠিত আইসিটি অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগগুলোতে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো বাতিল করে আইসিটি ক্যাডার সার্ভিস চালু করা উচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারিগরি পেশার জন্য আলাদা ক্যাডার সার্ভিস থাকলেও সরকার আইসিটি পেশাজীবীদের জন্য ক্যাডার সার্ভিস প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে সরকারি ম্যাকানিজমের অন্য ক্যাডারদের অধীনে আইসিটি পেশাজীবীদের কাজ করতে হচ্ছে। এর ফলে আইসিটি পেশাজীবীদের মধ্যে দক্ষতা ও মেধা বিকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা যেমন সৃষ্টি করবে, তেমনি স্পষ্ট করবে এই পেশাজীবীদের মধ্যে এক চরম হতাশাজনক পরিবেশ, যা প্রকারান্তরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পরিগণিত হবে।

তাই সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমাদের দাবি, বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারিগরি পেশার জন্য আলাদা ক্যাডার সার্ভিসের মতো আইসিটি পেশাজীবীদের জন্যও একটি আলাদা ক্যাডার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হোক।

আশীষ কুমার
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।